৪.৫.৫ ন্যাশনাল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট ফর দ্য ডেফ্ (NTID), রচেস্টার, নিউ ইয়র্ক, রচেষ্টার, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র (National Technical Institute for the Deaf [NTID], Rochester, NY. U.S.A.

১৯৬৫ সালে কংগ্রেস দ্বারা NDID শংসায়িত হয়। এটি আমেরিকায় শিক্ষায় সমানাধিকার বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ। বৃহৎ অর্থে বিভিন্নতাকে সামাজিকভাবে মেনে নেওয়া ও জায়গা করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ণের ফল। এটি বধিরদের মাধ্যমিক পরবর্তী শিক্ষার জন্য ফেডারেল সাহায্য পেয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠানটি Rochester (NY) Institute of Technology-এর অনুমোদন বিকাশ লাভ করেছিল। এটি একটি জাতীয় কর্মসূচী যা শিক্ষিত বধিরদের জন্য পরিষেবা প্রদান করে। প্রথমে বেশীর ভাগ শিক্ষার্থীরা ক্যারিয়ার নির্বাচন, টেকনিক্যাল অঙ্ক, বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং ও সার্টিফিকেশন, একই দুই বছরের সংশ্লিষ্ট ডিগ্রী বা-৪ বছরে স্নাতক ডিগ্রী পেয়ে থাকে। শ্রবণ যুক্তদের সঙ্গে পড়ার সময় দোভাষী এবং ক্লাস নোট গ্রহণের জন্য লোক দেওয়া হয়।

১৯৬৯ সালের মধ্যে ফেডারেল সাহায্যপ্রাপ্ত NTID এর ন্যায় তিনটি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মপরিকল্পনা সেন্ট পল মিনেসোটা, নিউ ওরলিএগস, লুই সিয়ালা এবং ওয়াশিংটন কমিউনিটি কলেজ সিয়াটেনা অনুমোদিত হয়েছিল। প্রতিটিতে প্রস্তুতি পর্বের অঙ্ক, ইরাজী এবং কাজ নির্বাচনের উপর প্রস্তুতি পর্বের প্রশিক্ষণ হয়ে থাকে। সাহায্যকারী ব্যবস্থা হিসাবে ক্লাস নোট গ্রহণ এবং বৃত্তিমূলক পরামর্শ ও নিয়োগে সাহায্য করা হয়ে থাকে।

এই সমগ্র পরিষেবা খুবই নূন্যতম খরচে দেওয়া হয়ে থাকে। এই ধরনের পরিষেবার সাফল্য দেখে উচ্চতর শিক্ষায় বধিরদের বিশেষ পরিষেবা প্রদানের জন্য অনেক প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসছে।

৪.৫.৬ রয়্যাল স্কুল ফর দ্য ডেফ্, ম্যাঞ্চেষ্টার, ইউনাইটেড কিংডম (Royal School for the Deaf Manchester, U.K.)

- রবার্ট ফিলিপস এবং উইলিয়াম ব্যাট ম্যান ১৮২৩ সালে প্রতিষ্ঠা করেন।
- দিবা/আবাসিক বিদ্যালয় বধির এবং অন্ধ বধিরদের জন্য
- অতিরিক্ত বা জটিল চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য
- সার্বিক যোগাযোগ (Total Communication) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

সাউথ পোর্ট (South Port) এবং বস্টন স্পা-তে (Boston Spa) আরও দুটি রয্যাল বিদ্যালয় আছে।

দৃষ্টিহীন এবং অথবা শ্রবণ সমস্যাযুক্ত এবং যাদের এক বা একাধিক অতিরিক্ত অক্ষমতা আছে তাদের জন্য একটি বহু সংবেদন সহযোগিতা কেন্দ্র (multi sensory support unit) রয়েছে। এখানে তাদেরই সবচেয়ে সুবিধা হয় যাদের ফিজিও থেরাপী, অকুপেশনাল থেরাপী, স্পীচ ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপী, হাইড্রো

থেরাপী—ইত্যাদির মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবনের নূন্যতম দক্ষতাগুলি অর্জনের প্রয়োজন হয়।

সমস্ত শিশুর জন্য সৃজনশীল সঙ্গীত পাঠক্রমের নিয়মিত বিষয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

৪.৫.৭ মেরী হেয়ার গ্রামার স্কুল, নিউকারী, ইউ.কে. (Mary Hare Grammar School, Newbury, U.K.)

- সক্রিয়তাযুক্ত বধির শিশুদের জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়
- ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত এবং একটি চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দ্বারা পরিচালিত।

পাঠ্যক্রম—যে কোন উচ্চ সাফল্য লাভকারী বিদ্যালয়ের সঙ্গে তুলনাযোগ্য। সঙ্গীত এবং বিদেশী ভাষাও শেখানো হয়। এই বিদ্যালয় ভীষণভাবে 'বাক শ্রুতি' পদ্ধতি ব্যবহার করে। এখানে ৬টি ল্যাবরেটরী কম্পিউটার বিভাগ গ্রন্থাগার এবং টেকনোলজি বিভাগ রয়েছে। ১৯৯৯ সালের ৩১ শে অক্টোবর এখানে ''প্রিনসেস মার্গারেট আট ও ডিজাইন সেন্টার'' খোলা হয়। এখানে আর্ট গ্রাফিক্স, টেক্সটাইল ফটোগ্রাফী এবং ডিজাইন টেকনোলজির উপর পড়ানো হয়। এ ছাড়া এখানে ব্যবহারের জন্য CAD ও DTP সফটওয়ার সমৃদ্ধ কম্পিউটারও পাওয়া যায়।

৪.৫.৮ মিল-হল স্কুল ফর দ্য ডেফ্, নিউকারী, ইউ. কে

- মারী হেয়ার গ্রামার স্কুলের সব শিশুদের জন্য প্রাথমিক স্কুল,
- দিবা ও সাপ্তাহিক বোর্ডিং,
- বাক্-শ্রুতি পদ্ধতির প্রতি দায়বদ্ধ,
- এখানে অনেক শিশুর ককলিয়া প্রতিস্থাপন হয়েছে,
- জাতীয় পাঠ্যক্রমে যুক্ত বোর্ডের পাঠ্যক্রমে অনুসরণ করা হয়,
- প্রোগামের মূল বিষয় হয় কথোপকথনের মাধ্যমে কথ্য ভাষা অর্জন করা।

ইউ. কে-তে কঠোরভাবে বাক্শ্রুতি পন্থা অনুসরণকারী অন্য দুটি বিদ্যালয় হল—

- বার্কডেল স্কুল ফর এইচ. আই. চিলড্রেন-সাউথপোর্ট
- সেন্ট জন'স আর সি স্কুল ফর দ্য এইচ. আই.-বস্টন স্পা

৪.৫.৯ এ্যডুকেশন অফ দ্য ডেফ্ ইন পিপলস রিপাবলিক অফ চায়না

চীনে প্রায় ৩.৫ মিলিয়ন বধির জনগণের রায়, চীনের প্রথম বধির বিদ্যালয় ১৮৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ১৯৪৮ সালের মধ্যে ২৩টি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৪৯ সালে পিপলস রিপাবলিক ও চায়না' গঠিত হয় এবং চীনা বধিরদের শিক্ষার জন্য মুখ্য পরিবর্তনগুলি নিয়ে আসে। ১৯৫১ সালে শিক্ষা

ব্যবস্থার পূর্ণগঠনের মাধ্যমে বধির শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার অর্ন্তগত করা হয়। সরকার বধিরদের বিদ্যালয়ের জন্য নির্দিষ্ট নীতি ও লক্ষ্য স্থির করে এই বিশ্বাস থেকে যে বধিরদের নৈতিক, বুদ্ধিগত এবং শারীরিক বিকাশের জন্য তাদের দেহ মনে শিক্ষিত হওয়া উচিত। বিদ্যালয়ে শিক্ষাগত এর বৃত্তিগত শিক্ষার উপর সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়। বাজেটে সাধারণ বিদ্যালয়ের তুলনায় বধিরদের জন্য বরাদ্দ বেশী।

এখানে দুই ধরনের বিদ্যালয় ব্যবস্থা—পুর্ণ সময়ের বিদ্যালয় এবং ওয়ার্ক স্টাডি স্কুল ব্যবস্থা বর্তমান, পূর্ণ সময়ের বিদ্যালয়ে ৮ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা এবং মাধ্যমিক স্তরে ৩ বছরের শিক্ষা দেওয়া হয়। ওয়ার্ক স্টাডি স্কুলে বধির শিক্ষার্থীদের সাধারণ শিক্ষার মৌলিক বিষয়গুলিতে শিক্ষাদানের সাথে সাথে বৃত্তিমূলক ও জ্ঞানমূলক বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়, যাতে তারা কাজের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবে।

শিক্ষা ব্যবস্থায় কথ্য ভাষাকে মুখ্য পদ্ধতি হিসাবে ব্যবহার করা হয় কিন্তু ফিঙ্গার স্পেলিং ও সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ ও পরিপূরক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সাধারণ বিদ্যালয়ে বিশেষ স্কুলের ক্লাসেরও ব্যবস্থা আছে।

যোগাযোগ ব্যবস্থা—অতীতে চীনে বধির জনগণের মধ্যে যোগাযোগের সুসংবদ্ধভাবে কোনো সাদৃশ্য ছিল না। ১৯৫৮ সালে Sign Language Reform Committee বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ও বধির জনগণকে, নিয়ে গঠিত হয়েছিল।

১৯৬৩ সালে চীনে জনগণের উচ্চারণ নীতির উপর ভিত্তি করে সরকার চাইনীজ, ফিঙ্গার স্পেলিং স্কীম গ্রহণ করে।

Asia Pacific Decade of Disabled Persons (1992-2002) অনুষ্ঠিত করার জন্য Economic and Social Commission for Asia and Pacific বেজিং-এ একটি সভা করেছিল। এখানেই এশিয়া ও স্প্যাশিফিক অঞ্চলে পূর্ণ যোগদান, সমানাধিকারের দাবী ঘোষণা করা হয়েছিল। চীনের বধির জনগণের নিজেদের সংগঠন আছে।

৪.৫.১০ দ্য ডেফ্ ওয়ে, এ ইউনিক ইভেন্ট-ওয়াশিংটন ডি. সি., আমেরিকা-১৯৮৯ (The Deaf way, A Unique Event-Washington D.C., U.S.A. 1989)

১৯৮৯ সালের জুলাই মাসে বধির জনগণ ও তাদের বন্ধু, পরিবার এবং সহকর্মীরা মিলে ৮০টি দেশের ৬০০০ জনের বেশী মানুষ "The deaf Way Conference and Festival" এর জন্য ওয়াশিংটন ডি.সি.-তে এসেছিলেন। এই ধরনের উৎস এর আগে আর কখনো হয়নি। সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচীতে যোগাদানকারীগণ প্রচলিতভাবে ও প্রথাবহির্ভূতভাবে পৃথিবীব্যাপী বধির ব্যক্তির ও জনগোষ্ঠীর সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ, সংস্কৃতি, ইতিহাস সম্বন্ধে ভাব বিনিময় করেছেন। সকালে ও দুপুরে মিলে ৩০০ বেশী সংখ্যায় উপস্থাপনা হয়েছিল। সন্ধ্যায় ফেস্টিভ্যাল, কর্মসুচী নাটক, গল্পবলা, নাচ "International Deaf Club"-এর তাবুতে সামাজিকীকরণ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। যদিও সম্মেলনের বেশীর ভাগ উপস্থাপনাতে বধিরদের ভুল বোঝাবুঝি এবং হতাশা প্রতিফলিত হয়েছিল তবুও 'deaf humor' ছিল একট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা

সম্মেলনের মূল সুরকে বারবার ধ্বনিত করেছিল। যোগদানকারীরা খুবই আনন্দের সঙ্গে নিজেদের মতো করে তাদের সাফল্য, কৃতিত্ব ও নিজেদের অর্ন্তনিহিত শক্তির পরিচয় তুলে ধরতে পেরেছিল।

৪.৬ ভারতে বধিরদের ক্লাব ও সংঘ (Associations/clubs of the Deaf in India)

বধিরদের ক্লাব ও সংঘ (Association) সাধারণত স্বত:স্ফূর্তভাবে নিজেদের সাহায্য করার জন্য সংগঠন। এর উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন জায়গার বধিরদের একত্রিত ও নিকট সম্পর্কিত করে নিজেদের সমস্যা/প্রয়োজন নিয়ে লড়াই করা। এই ধরনের প্রচেষ্টা নিজেদের আগ্রহ থেকে একই ধরনের যোগাযোগ ও সংস্কৃতি শুরু হয়। সাধারণত ক্লাবগুলোতে খেলাধূলা, বিনোদনমূলক কর্মসূচী, শখের প্রশিক্ষণ, দোভাষী, হস্তশিল্প, খবর বিনিময় প্রভৃতি হয়ে থাকে। এরা পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে সহজে ভাব বিনিময়ের অভাবে এবং একই ধরনের আগ্রহের অভাবে নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক খুব দৃঢ় করতে চায়।

৪.৬.১ অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ্ দ্য ডেফ্, নিউ দিল্লী (All India Federation of the Deaf, New Delhi)

সামাজিকীকরণের উদ্দেশ্যে সাপ্তাহিক সভা সংগঠিত করা ছাড়াও অবাধ এবং সহজ ভাবে তথ্যের আদান প্রদান হয়ে থাকে। এই বৃত্তিমূলক বিভাগে ফটোগ্রাফি প্রিন্টিং, বই বাঁধানো, কম্পিউটার শেখানো প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বেশ কিছু সংঘ একই ধরনের কার্যাবলী পরিচালিত করে।

৪.৬.২ অল ইন্ডিয়া স্পোর্টস কাউন্সিল অফ ডেফ-প্রধান কার্যালয়, নিউ দিল্লী (All India Sports Council of the Deaf Headquarters in New Delhi)

এর মুখ্য কার্যালয় নয়া দিল্লীতে অবস্থিত। বধিরদের খেলাধূলা সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ের দায়িত্ব এই পরিষদের উপর ন্যস্ত, যেমন—ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন, সাঁতার, ফুটবল, এ্যাথেলেটিক্স প্রভৃতি। অনেক রাজ্য বধিরদের Sports Council গঠন করেছে যে গুলি নয়াদিল্লীর Sports Council এর অনুমোদিত এবং 'Association of the Deaf' আবার রাজ্যের Sports Council এর স্বীকৃত।

দলদলির কারণে অনেক সংঘের সৃষ্টি হলেও বেশীর ভাগই নিয়মিত ও পদ্ধতিগত ভাবে কাজ করে না।

৪.৬.৩ ভারতের দীর্ঘদিন ধরে বিরাজমান কিছু বধির সংগঠন (Some Other Association of the Deaf of Long standing in India)

- Andhra Pradesh Association of the Deaf, Hyderabad.
- Deaf-Reach, Hyderabad
- Tamil Nadu Sports Council of the Deaf, Chennai.
- Orissa Sports Council of the Deaf, Bhubaneswar
- Kolkata Sports Council of the Deaf

- India Deaf Society, Mumbai
- Association of the Deaf, Bangalore
- Hariyana Welfare Society of the Deaf
- J & K Association of the Deaf, Srinagur
- Pondichery Association of the Deaf
- Tripura Association of the Deaf and so on

৪.৭ সারসংক্ষেপ (Summary)

এই অধ্যায় বিভিন্ন শিক্ষামূলক সুযোগ সুবিধা ও তাদের লব্ধতা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা দেওয়া চেষ্টা করা হয়েছে।

এ ছাড়া বধিরদের শিক্ষার জন্য বিদেশের ব্যবস্থাপনা, তাদের কাজের ধরন এবং কি ধরনের পাঠক্রম কোথায় পড়ানো হয় তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এ ছাড়া বধিররা নিজেদের মধ্যে কীভাবে আদানপ্রদান ও সামাজিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্য নিজেরা কী কাজ করে তাও আলোচনা করা হয়েছে।

৪.৮ নিজ পঠন (Self Study)

(ক) শ্রবণ প্রতিবন্ধকতাযুক্তদের জন্য পরিচালিত দিবা বিদ্যালয় ও আবাসিক বিদ্যালয়গুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে লিখুন।

(খ) ভারতের কোন কোন বিদ্যালয়গুলির প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত কঠোরভাবে বাক শ্রুতি মাধ্যম কর্মসূচী আছে।

(গ) ভারতের কতগুলি প্রতিষ্ঠান বধির কলেজ স্তরের শিক্ষা দিয়ে থাকে?

(ঘ) গ্যালোডেট কলেজের বিশেষ অনবদ্য বৈশিষ্ট্যগুলি লিখুন।

(ঙ) এ.জি. বেল অ্যাশোসিয়েশানের মুখ্য লক্ষ্য উদ্দেশ্যগুলি লিখুন।

(চ) তোমার বাড়ীর কাছাকাছি এবং রাজ্যের বিভিন্ন সংঘ ও সংগঠনের দ্বারা পরিচালিত বধিরদের জন্য বিভিন্ন শিক্ষামূলক সযোগসুবিধাগুলি লিখুন।

৪. ৯ বাড়ীর কাজ (Assignment)/ অনুশিলনী

(গ) তোমার রাজ্যের একটি দিবা ও একটি আবাসিক বিদ্যালয়ের সম্বন্ধে লিখুন।

(গ) আপনার বাড়ীর কাছে এবং রাজ্যে শ্রবণ অক্ষমদের জন্য বিভিন্ন শিক্ষাগত সুযোগ সুবিধা এবং সংঘ এবং সংস্থা সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

৪.১০ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন (Points for Discussino & Clarification)

৪.১০.১ আলোচনা সূত্র (Points for Discussion)

.....

.....

.....

.....

৪.১০.২ ব্যাখ্যার সূত্র (Points for Clarification)

.....

.....

.....

.....

৪.১১ উৎস (Assignment)

- Galludat Encyclopedia.
- Web-site.
- Brochures of Schools.

পর্ব : দুই

ভাষা ও শ্রবণ অক্ষমদের সম্পর্কে

All About Language And Hearing Impairment

একক ঃ এক — যোগাযোগ, ভাষা ও ভাষা তত্ত্ব

একক ঃ দুই — জীববৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও ভাষার বিকাশ

একক ঃ তিন — বধিরদের সাকেতিক ভাষা

পর্ব-২ : ভাষা ও শ্রবণ অক্ষমদের সম্পর্কে (All about Language And Hearing Impairment)

ভূমিকা (Introduction)

ভাষা হল মানুষের কথার মাধ্যমে ভাববিনিময়ের সংকেত। যা প্রজাতি নির্দিষ্ট। এর বিকাশ মানুষের মধ্যে সর্বাত্মক। এটি মানব আচরণের একটি মৌলিক দিক। তাই ভাষা নির্ভর করে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তথ্য গ্রহণ—তার, অর্থোদ্ধার—তার বিশ্লেষণ এবং ভাষা প্রকাশের জন্য শারীরিক সঞ্চালন ব্যবস্থা সংগঠিত করার উপর। এটি হল একটি মস্তিষ্ক নির্ভর বৌধিক প্রক্রিয়া। ভাষার সম্বন্ধীয় কিছু বিষয় এই ব্লকে তিনটি পৃথক অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে—

একক এক— যোগাযোগ, ভাষা ও ভাষা তত্ত্ব।

একক দুই— জীববৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও ভাষার বিকাশ।

একক তিন— বধিরদের সাংকেতিক ভাষা।

বহুভাষিকতা (ভাষাগত যোগাযোগের প্রকারভেদ)

বধির দ্বারা ব্যবহৃত 'ফিঙ্গার স্পেলিং'-এর প্রকারভেদ। Norman Ceschuind বলেছেন— "The nervous system of all animals have a number of functions in common, most notably the control what distinguishes the human lorain is the variety of more specialized activities it is capable of learning. The Preminent example in language..." :—

সমস্ত জীবের স্নায়ুতন্ত্রের বেশ কিছু কাজ একই ধরনের, যেমন চলন-গমন নিয়ন্ত্রণ এবং সংবেদনের বিশ্লেষণ। কিন্তু মানব মস্তিস্কের স্বাতন্ত্র হল ঃ বহু বিচিত্র এবং বিশেষ ধরনের কাজ একই সাথে শিখলে সমর্থ হওয়া। এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হল 'ভাষা।' এটা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে শ্রবণে অসুবিধাগ্রস্তদের মূল সমস্যা হল পরিবেশের সঙ্গে কার্যকরী যোগাযোগ বজায় রাখা।

কথ্য ভাষার মাধ্যমে যোগাযোগ করা তাদের পক্ষে খুবই কঠিন। সমস্ত বধির শিশুরই (যাদের অন্য কোনো অসুবিধা নেই) ভাষা শেখার মত মস্তিষ্কের সক্ষমতা বর্তমান। কিন্তু শুনতে না পাওয়ার কারণে মস্তিষ্কে কথ্য ভাষার ভাঁড়ার তৈরী হয় না, যা ভাষা অর্জনের জন্য একান্তই জরুরী। বধিরদের শিক্ষকের তাই মুখ্য বিষয় হওয়া উচিত বধির শিশুর ভাষা অর্জনের জন্য সর্বতোপ্রকারে সাহায্য করা, যাতে যতটা সময় স্বাধীনভাবে সমাজের মধ্যে থেকে শিক্ষা লাভ করতে ও সামাজিকভাবে সক্রিয় থাকতে পারে।

তাই অধ্যায়-১ ও অধ্যায়-২-এ ভাষা নিয়ে বিশদে আলোচনা করা হয়েছে। আশা করা যায় এই অধ্যায়—'ভাষা কী,' 'কিভাবে ভাষা ব্যবহৃত হয়,' 'কীভাবে সাধারণ শিশুদের দ্বারা ভাষা অর্জিত হয়,' 'ভাষা অর্জনে ও ব্যবহারে বধির শিশুদের কীভাবে ভাষা অর্জনে যোগ্য করে তোলা যাবে ও তাদের শিক্ষায়-নির্দেশনা প্রদানের সঠিক পন্থা নির্ণয় করা যাবে—সে বিষয়ে শিক্ষকদের পরিষ্কার ধারণা দিতে সাহায্য করবে।

একক : এক □ যোগাযোগ, ভাষা ও ভাষাতত্ত্ব (Communication, Language and Linguistics)

গঠন

১.১ ভূমিকা

১.২ উদ্দেশ্য

১.৩ যোগাযোগ

১.৩.১ পশু ও মানব যোগাযোগ

১.৩.২ মানব যোগাযোগ

- অবাচনিক কথাহীন (ভাষাহীন) যোগাযোগ
- বাচনিক / মৌখিক / কথাযুক্ত (ভাষাযুক্ত) যোগাযোগ

১.৪ ভাষা কাকে বলে?

১.৪.১ ভাষার সংজ্ঞা

১.৪.২ ইঙ্গিত/ইশারা/চিহ্ন ও প্রতীক/সংকেত, সংকেত চিহ্ন-পার্থক্য

১.৪.৩ কথা কাকে বলে?

১.৫ ভাষার প্রকৃতি

১.৫.১ অনিয়নিয়ন্ত্রিত (arbitrasriness)

১.৫.২ নিয়মযুক্ত

১.৫.৩ সৃজনশীলতা/উৎপাদনশীলতা

১.৫.৪ পরিবর্তনশীলতা/স্থানচ্যুতি/ডিসপ্লেসমেন্ট

১.৫.৫ সাংস্কৃতিক প্রবাহমানতা

১.৬ ভাষা অর্জন ও সামাজিক শর্তাবলী

১:৭ ভাষাতত্ত্ব-ভাষাবিজ্ঞান-ব্যাখ্যা

১.৭.১ ভাষার গঠন

১.৭.২ ভাষার বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা

১.৭.২ ভাষার গঠন বর্ণনা এবং সামর্থ্য/যথার্থতা

১.৮ ভাষাতত্ত্বের শাখাসমূহ

১.৯ ভাষার গঠন

১.৯.১ ধ্বনিতত্ত্বগত নিয়ম

১.৯.২ শব্দসংস্থান/শব্দগঠনগত নিয়ম

১.৯.৩ বাক্যগঠন সংক্রান্ত নিয়ম

১.৯.৪ প্রাথমিক বাক্যগঠন সংক্রান্তনিয়ম

১.৯.৫ শব্দার্থগত/শব্দার্থতত্ত্ব সংক্রান্ত

১.৯.৬ প্রাসঙ্গিকতা

১.১০ ভাষার কাজ

১.১০.১ আন্তসম্পর্কীয় যোগায়োগজনিত কার্যাবলী

১.১১ সারসংক্ষেপ

১.১২ একক কার্যবলী-আত্ম পঠন

১.১৩ বাড়ীর কাজ/অনুশিলনী

১.১৪ উৎস

১. ১ ভূমিকা (Introduction)

যোগাযোগ হল তথ্য, ধারণা, অনুভূতি, মতামত প্রভৃতি বিনিময় বা প্রদান যা স্পর্শ, চোখের ইশারা, ছবির ব্যবহার, কথা, লিখিত ভাষা প্রভৃতির মাধ্যমে করা যায়। প্রাত্যহিক জীবনে আমরা যে কোন একটি বা একাধিক পন্থাকে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে মনের ভাব বিনিময়/তথ্যের আদান প্রদান, প্রভৃতির জন্য ব্যবহার করে থাকি। সেই কারণে অনেকের কাছে যোগাযোগ, ভাষা ও কথা একই জিনিস। যাইহোক শ্রবণঅক্ষমদের শিক্ষক ও অভিভাবকদের জানা উচিত-যদিও সব ধরনের যোগাযোগই ভাষাগত নয় তবু ভাষাই যোগাযোগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার এবং তাই এই ভাষা অর্জনের জন্য তাঁদের শ্রবণঅক্ষম শিশুদের সর্বতোভাবে সাহায্য করা দরকার যাতে তারা ক্রমশ ইশারা ও সংকেতের ব্যবহার থেকে-শব্দ এবং পরে বাক্য ব্যবহার করতে করতে শিখতে পারে।

সব মানব গোষ্ঠীর মধ্যেই ভাষার ব্যবহার বর্তমান। কথ্য ভাষার মাধ্যমে সীমাহীন বৈচিত্রপূর্ণ বিষয়সমূহ বস্তু ও ধারনার বর্ণনা করা যায়। এই ভাষা মানবশিশু অর্থপূর্ণ কথ্য ভাষার পরিবেশে সহজেই এবং অনায়াসেই, নিজের অজান্তেই শিখতে পারে। এই কথ্যভাষার মাধ্যমে কথোপকথন বা ভাবের আদানপ্রদান হল এক সামাজিক ও স্বাভাবিক পদ্ধতি যেখানে সামজ স্বীকৃত উচ্চারণ, নিয়মনীতি, সামাজিক প্রত্যাশা প্রভৃতি শিশুকে শিখতে এবং সেই ভাষা সামাজিক ও অন্য প্রয়োজনে ব্যবহার করতে শেখায়।

ভাষার মুখ্য কাজ যোগাযোগসাধন হলেও ভাষা ব্যক্তির বৌদ্ধিক বিকাশে সাহায্য করে। বুদ্ধিজীবীরা মনে করেন এই ধরনের একটি ব্যবস্থা মানুষ তার জীবনের বেশ কিছু সময় ধরে শেখে এবং আত্মস্থ করে। এটা সম্ভব হয় তখনই যখন ভাষাকে একটি সংগঠিত একক হিসাবে দেখা হয়।

পরবর্তী অংশে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে পার্থক্য বোঝার চেষ্টা করব—

- যোগাযোগ এবং ভাষা ও কথা।
- ভাষার প্রকৃতি ও গঠন
- এই ধরনের বিষয়ের বিজ্ঞান

১. ২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই অধ্যায়টি পাঠ করার পর শিক্ষার্থীরা

- ভাষা ও ভাষাতত্ত্বের মুখ্য পরিভাষাগুলির মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ভাষার সংজ্ঞা ও তার মুখ্য উপাদানগুলি নির্ণয় করতে পারবেন।
- ভাষার গঠন ও কার্য বা ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- যোগাযোগের ধরণ ও শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য বিবৃত করতে পারবেন।

১.৩ যোগাযোগ (Communication)

ভিন্ন ভাষা পরিবেশে আমরা অনেকেই যোগাযোগে বা ভাববিনিময়ে অসুবিধার সম্মুখীন হই। একই ধরনের সমস্যার অভিজ্ঞতা লাভ করি যখন আমরা একজন শ্রবণ প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তি কথা বলতে পারে না বা কথ্য ভাষা বুঝতে পারে না তার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করি। এইসব ক্ষেত্রে আমরা বক্তব্য বোঝাবার জন্য শারীরিক সাহায্য ইশারা, সংকেত, অঙ্কন, মুকাভিনয়, অঙ্গুলিনির্দেশ প্রভৃতির সাহায্য নিয়ে থাকি। এই সবকিছুই হল যোগাযোগের বিভিন্ন পথ বা মাধ্যম।

বাচনিক ভাষা কথ্য বা লিখিত যোগাযোগ হল যোগাযোগের অন্যতম পথ যা মানব প্রজাতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

কথা হল যোগাযোগের জন্য ভাষা ব্যবহারের মুখ্য মাধ্যম। তারপর লিখন। কিন্তু কথ্য ভাষা বা কথা হল লিখনের মূল ভিত্তি, যা কথ্য ভাষা বা কথাকে অর্থাৎ শব্দ ও অর্থকে কাগজে ধরে রাখার একটি প্রচেষ্টা।

নিম্নে কথা, ভাষা ও যোগাযোগের একটি লেখচিত্র দেওয়া হল, যেখানে দেখা যাচ্ছে যোগাযোগ হল সমস্ত পরিভাষার মধ্যে সাধারণ বিষয় এবং ভাষা ও কথার মধ্যে অবস্থান করছে।

১.৩.১ পশু বনাম মানুষের যোগাযোগ (Animal Versus Human Communication)

মানুষ ও পশু উভয়েই নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ সাধন করে থাকে। উদাহরণ—পিঁপড়ে মৌমাছি ও স্তন্যপায়ীরা (মুখ্যত বনমানুষ ও বানর) নির্দিষ্টভাবে যোগাযোগ স্থাপন করে। কুকুর আনন্দ, রাগ, ভয় ইত্যাদি প্রকাশ করে লেজ নেড়ে, ডেকে বা চোখের সাহায্যে। কিন্তু এদের মধ্যে এই যোগাযোগ হল যোগাযোগ আদিম প্রকৃতির। এটা হল অভ্যাসগত, পরিস্থিতি নির্ভর এবং বাহ্যিক বা বাইরের শারীরিক উত্তেজক দ্বারা উৎসাহিত/সূচিত। যদিও এরা সীমিত কিছু শব্দ ও সংকেত বার্তা ব্যবহার করে থাকে—যা প্রতীকী নয়।

ভাষার শিখন ও তার ব্যবহার হল সম্পূর্ণভাবে মানুষের করায়ত্ত। যোগাযোগের জন্য ভাষার ব্যবহার মানুষকে জীবজন্তুর থেকে আলাদা করে। উন্নততর স্তন্যপায়ীদের ভাষার শেখানো ও তার ব্যবহারের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

এইসব উন্নততর স্তন্যপায়ীদের কথ্যভাষা অর্জনের ব্যর্থতা মানুষ ও তাদের শ্রবণ ও কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে গঠনগত পার্থক্যকেই স্বীকৃতি দেয় যা কথা শোনা ও ভাষা অর্জনের জন্য একান্ত সহায়ক।

এই উন্নততর স্তন্যপায়ীদের মধ্যে ভয় নির্দেশক ও খাদ্যের উৎস প্রভৃতি সূচিত করার জন্য স্বর-সংকেত ব্যবস্থা রয়েছে বা তাদের অস্তিত্বরক্ষা ও মানসিক চাহিদা পূরণের জন্য 'তর্জন-গর্জন'-এর মাধ্যমে প্রকাশ করে। কিন্তু এইগুলি প্রতীকী নয় এবং মানুষের হাজার হাজার শব্দের/ভাষার সংকেতের তুলনায় খুবই কম (৯/১০টা মাত্র। এইসব স্তন্যপায়ীরা তাদের স্বরযন্ত্র থাকার জন্য কিছু শব্দ উচ্চারণ করতে পারে তুলনায় মানুষ ৪০/৪৫টি স্পিচ সাউন্ডের সংযোজন/বিয়োজন/অদলবদল ঘটিয়ে বিস্তর পরিধির অর্থপূর্ণ শব্দ উচ্চারণ করতে পারে। মানুষ তার অধিক নমনীয় স্বরতন্ত্রের সাহায্যে মানুষ তার কান্নাকে যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম অর্থাৎ ভাষার উন্নতি করতে সমর্থ হয়েছে। এই ভাষার সাহায্যে মানুষ তার জটিল সামাজিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ কিংবা তার অনুগামীদের সঙ্গে বিভিন্ন তত্ত্ব নিয়ে যোগাযোগ করতে পারে। এছাড়া মানুষ ভাষার সাহায্যে নূতন শব্দ যেমন 'space ship', 'mouse', 'byte' প্রভৃতি কম্পিউটারে সিস্টেমের জন্য তৈরী করতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে বনমানুষ নিবিড় প্রশিক্ষণের পর ভাষার পরিবর্তিত আকার/গঠন শিখতে সমর্থ হয়েছে যা সংখ্যায় খুবই সীমিত এবং অবশ্যই তাদের মুখ নিঃসৃত নয়। এই ভাষা—এমনকি চার বছরের শিশুর ভাষাগত জটিল ও বহুমুখী ব্যবহারের তুলনায়ও খুবই নগন্য। ভাষা মানুষকে অসংখ্য বিষয়ে বলতে সাহায্য করে। কিন্তু এই স্তন্যপায়ীদের যোগাযোগ ব্যবস্থা 'এখানে এখন' এর মধ্যে সীমিত, মানুষের মতো অন্য কোনো জীবজন্তু সম্পর্ক, বিচার ন্যায়, গণতন্ত্র, শান্তি প্রভৃতির বস্তুনিরপেক্ষ/অমূর্ত/বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারে না।

১.৩.২ মানব যোগাযোগ ব্যবস্থা (Animal Versus Human Communication)

মুখ্যত দুই ভাগে বিভক্ত

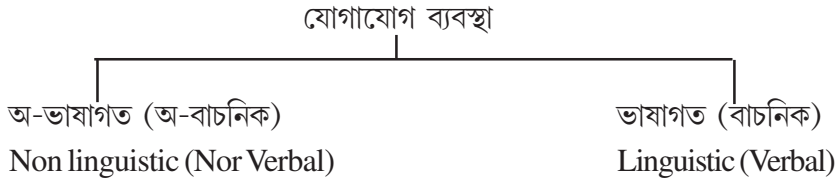

অ-বাচনিক (অ-ভাষাগত) যোগাযোগ ব্যবস্থা (non-verbal [Non linguistic] Communication)–

যোগাযোগের জন্য ভাষার ব্যবহার না করেও অনেক তথ্য ইশারার (মধ্যে কেবল হাত আন্দোলন ছাড়াও মুখভঙ্গির প্রকাশ শারীরিক আন্দোলন ও দাড়ানোর ভঙ্গি রয়েছে) সাহায্যে অপরের কাছে সরবরাহ করা যায়। একজন ব্যক্তির বজ্রমুষ্ঠি, দাঁতে দাঁত বা শক্ত চোয়াল, দৃঢ় পদচলনা, স্বরের পরিবর্তন, প্রভৃতি ব্যক্তির মনের অবস্থা জানাতে সাহায্য করে। মূকাভিনয়, নাচ, অঙ্কন, পেইন্টিং, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি হল তথ্য ও ধারণার আদানপ্রদানের অন্যান্য পথ, যাইহোক কিন্তু এই ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যপক ব্যবহার খুবই জটিল ও দুর্বহ/অসুবিধাজনক।

বাচনিক (ভাষাগত) যোগাযোগ ব্যবস্থা (Verbal [Linguistic] Communication)–

এর মধ্যে রয়েছে কথ্য ও লিখিত ভাষা, এমনকি অকথিত সংকেত/সাংকেতিক ভাষাতে কথ্য/লিখিত ভাষাকে উপস্থাপনা করার জন্য শারীরিক অভিব্যক্তি ব্যবহার করা হয়। এখানে কেবল ধারণা/বিষয় নয়, সব শব্দ এবং শব্দাংশও (যেমন খাওয়া, খাইতেছি) সংকেতের সাহায্যে দেখানো হয়।

১.৩.৪ ভাষা কী (What is Language)

P. Herriot ১৯৭০ সালে ভাষাকে "the psychological processes which regulate speech" হিসাবে বর্ণনা করেছেন। ভাষা হল একটি মানসিক ঘটনা, ধ্বনি (—স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি), অর্থ ও বাক্যের গঠন সম্বন্ধীয় জ্ঞান বা ব্যবহারকারীর মনে (মস্তিষ্কে) অবস্থান করে। এই জ্ঞান প্রয়োজনে ব্যবহার করা যায়—কথা ও লেখার সাহায্যে কিন্তু তাই করা হয়। শুধুমাত্র ভাষা নয়। একদল/গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের দ্বারা ব্যবহৃত সমগ্র কথ্য, লিখিত বা সাংকেতিক ব্যবস্থাকে ভাষা বলে। যেমন গুজরাটি বা পাঞ্জাবী ভাষা।

আমরা যোগাযোগের জন্য এক বা একাধিক ভাষা ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু যখন ভাষা বলতে কী বোঝায় জিজ্ঞাসা করা হয় তখন অনেকেই অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করি এবং ভাষার গঠন প্রকৃতি ও ব্যবহার ব্যতিরেকে বোঝাতে অসমর্থ হই। ভাষার সাধারণ সংজ্ঞাকে তাই এভাবে বলতে হয় ঃ Language is a system of arbitrary vocal symbols used for human communication. এই সংজ্ঞায় ঃ— system, vocal symbols, arbitrary প্রভৃতি ভাষার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে না বুঝলে ভাষা কাকে বলে বোঝা সম্ভব নয়।

১.৪.১ সংকেত ও প্রতীক (Sign and Symbol)

সংকেত হল ইশারা, ইঙ্গিত অথবা চিহ্ন যা একটি অর্থ প্রকাশ করে—উদাহরণ রাস্তার চিহ্ন—

বলতে বোঝায় রাস্তাটির সামনের অংশে ঢাল আছে এবং

 বলতে বোঝায় সামনে রেললাইন আছে

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, বস্তু বা ধারনার সঙ্গে চিহ্নটির (sign) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। একইভাবে অন্ধকার/ঘন মেঘ, বজ্র ও বিদ্যুৎ চমকানো প্রভৃতি হল বৃষ্টি আসার প্রত্যক্ষ চিহ্ন। ধোঁয়া হল আগুনের অস্তিত্বের চিহ্ন, কিন্তু প্রতীক/সংকেত (symbol) হল প্রথা/রীতি। প্রচলিত ধ্যানধারণা যা অন্যকিছুকে সূচিত বা উপস্থাপিত করে। এখানে বিষয় বা বস্তুকে বোঝানোর জন্য মানুষের দ্বারা ব্যবহৃত শব্দের সঙ্গে ঐ বস্তু বা বিষয়ের কোন সংযোগসূত্র নেই। ভষা হল এক ধরনের প্রতীকী ব্যবস্থা যেখানে শব্দগুলি বিষয়বস্তু, ধারণার এবং কাজের সঙ্গে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী সংযুক্ত উদাহরণ—পুর্বপুরুষেরা জমা জলকে বরফ বলে এসেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বরফকে অন্য যে কোনো নামে ডাকলেও এর ঠাণ্ডা অনুভূত হবে। অর্থাৎ, বরফ হল ঠাণ্ডার প্রতীক। কিম্বা ধরা যাক, চার পায়াবিশিষ্ট কোনো বস্তুতে ইংরাজীতে table বা বাংলাতে চৌকী বলা হয়ে থাকে। পুরুষানুক্রমে প্রথা অনুযায়ী এ কথাগুলি চলে আসছে। এখানে যদি

প্রথানুযায়ী table-এর পরিবর্তে BATLE বা LABET বলা হত তা হলেও মানুষ এই শব্দ দিয়ে ঐ চার পায়াযুক্ত বস্তুকেই বুঝতো এবং তাতে কারোরই কোনো অসুবিধা হত না। এক্ষেত্রে TABLE বা BATLE বা LABET শব্দটি হল চার পায়া বিশিষ্ট বস্তুটির প্রতীক। অর্থাৎ ভাষা হল এমনই একটি ব্যবস্থা যা যোগাযোগের জন্য প্রতীক ব্যবহার করে থাকে। এই বিষয়টি পুনরায় আলোচিত হয়েছে ১.৫.১ অনুচ্ছেদে।

১.৪.২ কথা (Speech)

কথা হল ভাষা প্রকাশের মুখ্য এবং সর্বাধিক প্রচলিত বা ব্যবহৃত ধরন। কথার সাহায্যে ভাষা প্রকাশের পদ্ধতি হল জটিল শ্রেণীবদ্ধ ঘটনাবলীর ফল। প্রথমে মস্তিষ্কে চিন্তা বা ধারণার গঠন হয় একে মনস্তাত্ত্বিক স্তর (psychological stage) বলা যেতে পারে। তারপর স্নায়ুতন্ত্র এই তথ্য (চিন্তা/ধারণা) মস্তিষ্কের অন্য অংশ স্পিচ সেন্টারে প্রেরণ করে। তারপর সেই তথ্য তথাকথিত কথা বলার অঙ্গসমূহে প্রেরিত হয় যেখানে নির্দিষ্ট ও সঠিক শব্দের ধরন উৎপন্ন/উচ্চারিত হয়। এই দ্বিতীয় স্তরকে উচ্চারণের (articulatory) বা ধ্বনির (physological) স্তর বলা হয়। এটা কথার সঞ্চালনগত দিক (motor aspect of speech)। এর পর এই তথ্য শ্রবণকারীর কাছে প্রেরিত হয়। শ্রবণকারী গ্রহণ করে এবং অর্থ বোঝে। এইভাবে যোগাযোগ সাধিত হয়ে থাকে।

কথার বিকাশের জন্য প্রয়োজন—

—কেন্দ্রীয় ও প্রান্তিক প্রক্রিয়াগুলির পুর্ণ সক্ষমতা যার দ্বারা শিশু সঠিকভাবে শুনতে ও শব্দকে অনুকরণ করতে পারে।

—শিশুর ক্রমশ শব্দের সাথে বিষয়বস্তুর অর্থবহ সংযোগ সাধন করতে শেখা। একজন শিশুর সাধারণ বুদ্ধিমত্তা মানসিক বিকাশ এমন হওয়া উচিত যাতে শিশুটি কথার অক্ষরগুলি অর্থ বা অর্থ ছাড়া সনাক্তকরণ, সংযুক্তিকরণ, পূর্ণ স্মরণ এবং পুনরুৎপাদন করতে সক্ষম হয়।

১.৫. ভাষার প্রকৃতি বৈশিষ্ট্য (Nature [Characteristics] of Language)

পৃথিবীর সর্বত্র—যে কোনো জাতির যে কোন সংস্কৃতির, প্রজাতির, ও ধর্মের মানুষ দ্বারা ব্যবহৃত ভাষার কিছু নির্দিষ্ট মূল ধর্ম আছে। ভাষার এই ধরনের কিছু বিশ্বজনীন ধর্ম হল—

- নিয়ন্ত্রণহীনতা বা যুক্তিহীনতা বা অবাধ
- পরিচালক নিয়মাবলি সম্পন্ন সৃজনশীলতা বা উৎপাদনশীলতা
- স্থানচ্যুতি
- সাংস্কৃতিক প্রবাহমানতা

১.৫.১ অবাধ/অনিয়ন্ত্রিত (Arbitrariness)

ভাষার শব্দের অর্থ আছে। অর্থাৎ, তারা ধারণাকে বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয় এবং কথ্য শব্দগুলি

অক্ষরের সমষ্টি। শব্দ ও সূচিত বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক যুক্তিহীন। অর্থাৎ, এখানে অর্থের জন্য ব্যবহৃত শব্দের ব্যবহারের কোন কারণ নেই। শব্দের দ্বারা সূচিত বিষয়ের সাথে কোনো ভাবে খাপ খায় না। উদাহরণ হিসাবে—হাতি শব্দটির দ্বারা বড় আকার, বর্ণ বা অন্য কোন বৈশিষ্ট্য বোঝা যায় না। বিড়াল শব্দ দ্বারা লোম বা থাবা কিছু বোঝায় না। এই ধরনের সম্পর্ককে যুক্তিহীন বা অনিয়ন্ত্রিত (arbitrary) বলা হয় যা প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে এবং পরিত্যাগ করা খুবই কঠিন। অবশ্যই এর কিছু ব্যতিক্রম আছে। যেমন 'baw-baw', 'dum-dum' শব্দগুলি কুকুর এবং ড্রাম দ্বারা উৎপাদিত—এদের 'আলোচ্যবস্তুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ধ্বনির অনুকরণে গঠিত শব্দ' (অনুকার) বা onomatopoeic বলে যা সংখ্যায় খুবই কম।

১.৫.২ পরিচালক নিয়মাবলী (Rule Governed)

ভাষা ব্যবহারকারীরা শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ করে থাকে। শব্দ হল ধ্বনির সমষ্টি এবং বাক্য হল শব্দের রৈখিক সংযুক্তিকরণ, এই শব্দ ও বাক্য গঠনের জন্য নির্দিষ্ট নিয়মনীতি আছে। এটা ইচ্ছামত ব্যবহার করা যায় না, যেমন—রাম ভাত খায়। এখানে তিনটি শব্দ আছে। এই বাক্যের অন্য যে কোন গঠন অব্যাকরণিক এবং অন্য অর্থযুক্ত হতে পারে। একে ভাষার নিয়ম পরিচালক প্রকৃতি বলে। এই নিয়ম কেবল বাক্য গঠনের জন্য নয়, শব্দের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এই নিয়ম ছাড়া ভাষা অসংগঠিত এবং যোগাযোগ খুবই বিশৃঙ্খল হয়ে যায়। অর্থাৎ, প্রত্যেক নিজের মতো করে শব্দ ও বাক্য গঠন করলে। একে অন্যেকর কথার অর্থ বুঝতে পারবে না। শিশু ভাষা সম্বন্ধীয় জ্ঞান অর্জন করে। ভাষা জ্ঞান বাক্যের সমষ্টি নয়। বাক্য অসংখ্য হতে পারে। শিশুর কীভাবে নিয়মের সাহায্যে এই বাক্যগঠন করা যায় তা শেখা উচিত। যেমন—রাম ভাত খায়। এই বাক্যে রামের পরিবর্তে যে কোন লোকের নাম এবং ভাতের পরিবর্তে যে কোনো খাদ্যের নাম দিয়ে সহজেই নুতন বাক্য গঠন করতে পারে।

১.৫.৩ সৃজনশীলতা বা উৎপাদনশীলতা (Creativity\Productivity)

এটা বক্তার/ভাষা ব্যবহারকারীর নতুন বাক্য (যা আগে কখনো শোনেনি বা ব্যবহার করেনি) সৃষ্টি ও বোঝার ক্ষমতা। ভাষা সম্বন্ধীয় জ্ঞান আমাদের মধ্যে নিয়ম আকারে থাকে বলেই এই ক্ষমতার ব্যবহার করা সম্ভব। সব থেকে চিত্তাকর্ষক বিষয় হল আমরা এই নিয়ম সচেতনভাবে প্রয়োগ না করেও বাক্য তৈরী করতে ও বুঝতে সমর্থ হই। মনুষ্যেতর প্রাণীদের মধ্যে যোগাযোগের এই উপাদানটি নেই। তিন-চার বছরের শিশু বয়সানুযায়ী যত বাক্য বলতে পারে সে তুলনায় একটি উন্নততর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বনমানুষও কথা বা অন্যভাবে এটা করতে পারে খুবই প্রাথমিক স্তরে।

১.৫.৪ স্থানচ্যুতি (displacement)

এক বা একাধিক ভাষার ব্যবহারকারী কেবল মাত্র তার বর্তমান পরিবেশ পরিস্থিতিতে বর্তমান মানুষ, বিষয়বস্তু ঘটনা ছাড়াও বর্তমান পরিবেশে অনুপস্থিত মানুষ, বিষয়বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কে বলতে পারে বা

বর্ণনা করতে পারে। আমরা আমাদের বর্তমান ছাড়া ভবিষ্যত বা অতীতকে জায়গায় ও সময়ে স্থানান্তর করতে পারি। এটা হল "displacement nature of language"। কেউ বলতে পারেন এটা ভাষার বৈশিষ্ট্য না মানুষের মনের ক্ষমতা। যা হোক না কেন মনুষ্যেতর প্রাণীদের যোগাযোগে এই বৈশিষ্ট্য নেই শিশুরা ভাষা অর্জনের সময় বর্তমান নিয়ে কথা বলে পরে অতীত ও তার পর ভবিষ্যত নিয়ে কথা বলে। কিন্তু কিছু মনুষ্যেতর প্রাণীর যোগাযোগ কেবল মাত্র সীমিত পরিসরে অতীত নিয়েই হয়ে থাকে। যেমন মৌমাছির নাচ।

১.৫.৫ সাংস্কৃতিক প্রবাহমানতা (Cultural Transmissions)

কিছু নির্দিষ্ট মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য ভাষা অর্জনের প্রয়োজন হয়। যেমন জৈবিক চাহিদা পূরণ। ভাষা শেখার ক্ষমতা জৈবিকভাবে পরবর্তী বংশ ধরে প্রেরিত হয়। কিন্তু ভাষা প্রেরিত হয় না। ভাষা সংস্কৃতিগত ভাবে প্রেরিত হয়। শিশু সামাজিক পরিবেশ পরিস্থিতিতে ভাষা শেখে। যে পদ্ধতিতে এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে ভাষা প্রেরিত হয় তাকে কর্মসংস্কৃতিক প্রবাহমানতা বলে। যদি একটি নির্দিষ্ট ভাষাভাষী গোষ্ঠীর শিশুকে অন্য ভাষার পরিবেশে রাখা হয় তবে সে সেই পরিবেশের ভাষাই শেখে, যে পরিবেশে সে বড় হয়ে ওঠে। এর দ্বারা প্রমানিত হয় ভাষা সংস্কৃতিগত ভাবে এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে প্রেরিত হয়।

এছাড়া ভাষার আরও নানা বৈশিষ্ট্য আছে, যেমন—স্বাতন্ত্রতা। কথা বলা ও কানে শোনা প্রভৃতি।

১.৬. ভাষা অর্জন ও সামাজিক পরিবেশ (Language Acquistion and Social Conditions)

আমরা বিনা পরিশ্রমে এবং সহজে ভাষা অর্জন ও তা ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু যখন ভাষাহীন কথাহীন একটি শ্রমণঅক্ষম শিশুর কথা চিন্তা করি তখন এই সাধারণ জ্ঞান শিশুটিকে ব্যবহারিক ভাষা শেখানোর জন্য উপযুক্ত নয়। একজন শিক্ষকের জানা উচিত কোন সামাজিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি শ্রবণঅক্ষম শিশুটির শিখনে সাহায্য ও উৎসাহ যোগায়। (পেপার তিন-এর ব্লক এক ও দুই-তে ভাষা শিক্ষণের পদ্ধতি ও প্রযুক্তি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।)

নিম্নে M.A.K. Halliday-এর Language and Social Man-এর লেখা থেকে কিছু লাইন তুলে দেওয়া হায়ছে। এখানে শিশুর বিকাশে এবং সামাজিক জীব হিসাবে/সমাজের অংশ হিসেবে বেড়ে ওঠার জন্য ভাষার ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এটা শিক্ষককে শিশুর ভাষা অর্জনের জন্য সাহায্যকারী এবং উৎসাহ প্রদানকারী পরিবেশ পরিস্থিতি সম্বন্ধে জানতে সাহায্য করবে এবং সেইমত শ্রেণীকক্ষের মধ্যে উপযুক্ত পরিবেশ/পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে ও পরিকল্পনা গ্রহণ করতে সাহায্যে করবে।

শিশুর সামাজিক জীব হিসাবে বেড়ে ওঠার জন্য ভাষা মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। ভাষার মাধ্যমে জীবনধারা বিষয়ে শিশু জ্ঞান লাভ করে এবং সমাজের সদস্য হিসাবে ভূমিকা পালন করতে শেখে। এটা শিশুর বিভিন্ন সামাজিক দলের যেমন পরিবারের, প্রতিবেশীর ও অন্যান্যদের সঙ্গে কথোপকথন বা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ঘটতে থাকে এবং একই সঙ্গে সমাজের সংস্কৃতি, চিন্তাভাবনা কার্যকলাপ, ধ্যান। ধারণা

বিশ্বাস, মূল্যবোধ বিষয়ে অবহিত হতে থাকে এবং গ্রহণ করতে থাকে। এটা নির্দেশ দিয়ে বা প্রাক- বিদ্যালয় বয়সের শিক্ষাদানের দ্বারা সম্ভব নয়। এটা অপ্রত্যক্ষভাবে ছোটো ছোটো ঘটনার অভিজ্ঞতার সম্মিলিত ফসল, যার দ্বারা শিশুর আচরণ নিয়ন্ত্রিত ও নির্দেশিত হয়। যার দ্বারা ক্রমশ সে সব রকমের ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে এবং এ সবই ঘটে থাকে ভাষার মাধ্যমে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল বাবা, মা ভাই, বোন বা প্রতিবেশী শিশু বাড়ীতে দোকানে, ট্রেনে এবং বাসে ব্যবহৃত সাধারণ প্রাত্যহিক জীবনের ভাষার মাধ্যমে শিশুকে সমাজের প্রয়োজনীয় গুণমান এবং সামাজিকীকরণের প্রকৃতি বিষয়ে জ্ঞানার্জনে সাহায্য করে।

১.৭. ভাষাতত্ত্ব—ভাষার বিজ্ঞান—একটি ব্যাখ্যা (Linguistics, The Science of Language : An Explanation)

ভাষাতত্ত্ব পরিভাষাটি ভাষা শিক্ষক, শিক্ষাবিদ ও সংবাদমাধ্যমের জনগণের কাছে খুবই পরিচিত। যদিও এটা মূলত ভাষার বিষয় তবুও নানাভাবে এর সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

যে বিভিন্নভাবে ভাষাতত্ত্বকে দেখা হয়েছে তা হল :

(ক) ভাষার গঠন বিষয়ে আলোচনা

(খ) ভাষার বিজ্ঞান ভিত্তিক পাঠ বা ভাষার বিজ্ঞান।

(গ) ভাষার ব্যকরণগত বর্ণনা।

(ঘ) ভাষার যোগ্যতা বা পর্যাপ্ততার ব্যখ্যা।

১.৭.১ ভাষার গঠন বিষয়ে আলোচনা (Study of structure of language)

সমস্ত জৈবিক ও শারীরিক উপাদানের নির্দিষ্ট গঠন আছে যা আকার আয়তন, এবং অন্যান্য এককের দ্বারা সূচিত করা হয়। ভাষারও নিজস্ব গঠন আছে। সেই কারণে ভাষাবিদরা ভাষাতত্ত্বকে 'Science that deals with the structure of language' বলেন। ভাষার গঠন তার বিভিন্ন অন্তর্নিহিত উপাদান যেমন, অক্ষর, অর্থ, বাক্য নিয়ে গঠিত। উপাদানের হিসাবে ভাষার আছে রীতি (from), বিষয় (content) ও ব্যবহার (use)।

এখানে গঠনরীতি বা form বলতে শারীরিক গঠন বা physical aspect of language অক্ষর, শব্দ, বাক্য দিয়ে গঠিত বোঝায় অর্থাৎ 'ধ্বনি'—'শব্দ'—'বাক্য' দিয়ে রীতি বা form-কে বোঝানো যায়। বিষয় বা Content বলতে অর্থ বা meaning অর্থাৎ বিষয় ঘটনা ও সম্পর্ক যা ভাষাগত উপস্থাপনাতে মানুষ বুঝতে পারে।

ব্যবহার বা Use বলতে ভাষার কাজ এবং ভাষার সামাজিক ব্যবহারকেই বোঝায় অর্থাৎ জনগণ কেন কথা বলে? কী বলে? এবং কীভাবে বক্তার অভিপ্রায় শ্রবণকারী বিশ্লেষণ/ব্যাখ্যা করে—তা বোঝায়। এ বিষয়ে ১.৯ অনুচ্ছেদে আলোচনা হয়েছে।

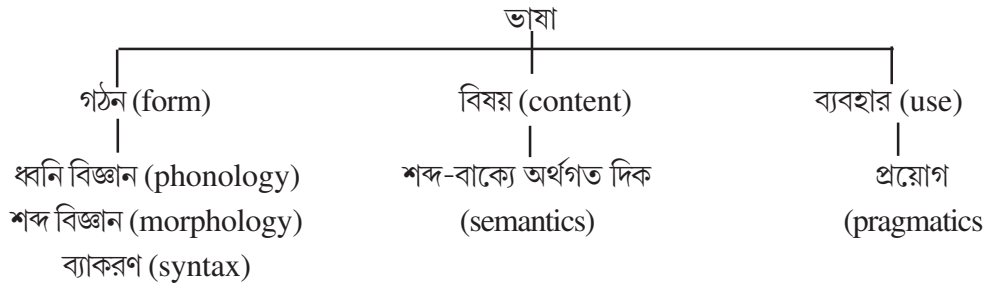

১.৭.২ ভাষার বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা (Scientific study of Language)

ভাষাতত্ত্ব হল ভাষার বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা। বিজ্ঞানের যে কোনো শাখায় যে কোনো তত্ত্ব বা সূত্র তৈরীর আগে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়—

তত্ত্বপ্রকল্প গঠনের আগে ঘটনার পর্যবেক্ষণ, তথ্য সংগ্রহ, তথ্যের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ, তত্ত্বপ্রকল্প গঠন, তত্ত্বপ্রকল্পের যাচাই ও তার পুনর্গঠন। একইভাবে ভাষার গঠনগত মর্যাদায় পৌঁছাতে গেলে একই ধরনের বিজ্ঞাসম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। এই কারণে ভাষাতত্ত্বকে ভাষার বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা বলা হয়।

১.৭.৩ ব্যাকরণগত বর্ণনা ও যোগ্যতা বা পর্যাপ্ততা (Grammatical description & competence)

সমস্ত বক্তারই মাতৃভাষা বোঝার ও বলার জন্য ভাষা সম্বন্ধীয় জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এই জ্ঞান হল ভাষার মানসিক ব্যাকরণ (mental grammar), যা একগুচ্ছ নিয়ম (infinite sets of rules) হিসাবে আমাদের মধ্যে থাকে। একটি ভাষার বাক্য অসংখ্য হতে পারে। ফলে নিয়ম মনে রাখা অনেক সহজ। যখন আমরা ভাষা শিখি ভাষার এক একগুচ্ছ নিয়ম শিখি। একে ভাষার সামর্থ্য /যোগ্যতা (competence) বা পর্যাপ্ততা বলে। এই সামর্থ্য/যোগ্যতা বা পর্যাপ্ততা আমাদের ব্যাকরণযুক্ত অসংখ্য বাক্য তৈরী করতে সাহায্য করে। এই জ্ঞান আমরা আত্মস্থ করি এবং আমাদের মধ্যে তা অনুক্ত থেকে যায় কিন্তু আমরা সরাসরি এর মধ্যে প্রবেশ করতে পারি না। শিশু হিসাবে নিকটবর্তী পরিবেশে কথোপকথনের মাধ্যমে ভাষার নিয়মগুলি শিখি। শিশুর মধ্যে ভাষার বিকাশ প্রসঙ্গে এ বিষয়টি আরও বিশদে আলোচিত হবে। Performance বলতে ভাষার বহিঃপ্রকাশ ও বোঝার জন্য মনস্তাত্ত্বিক বা মানসিক কার্যকারিতাকে বোঝায় অর্থাৎ, যোগাযোগের ক্ষেত্রে কীভাবে ভাষার জ্ঞানকে ব্যবহার করা হচ্ছে। Competence বা যোগ্যতা হল ভাষা সম্বন্ধীয় জ্ঞান এবং performance হল জ্ঞানের ব্যবহার। একজনের সাফল্যের উপর যোগ্যতার প্রতিফলন ঘটে একই ভাবে সাফল্য পরীক্ষা করে যোগ্যতা পরিমাপ করা যায়। যোগ্যতা হল একটি খেলার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী এবং সাফল্য হল খেলাতে নিয়মাবলীর প্রয়োজ। ভাষাতত্ত্বের প্রাথমিক কাজ হল ঐ ভাষার ব্যবহারকারী বক্তার ভাষা জ্ঞান বা ভাষাগত যোগ্যতা বর্ণনা করা।

১.৮. ভাষাতত্ত্বের শাখাসমূহ (Branches of Linguistics)

ভাষার সৃষ্টি ও ভাষার প্রকৃতি মানুষের কাছে বিশ্ব ও বিশ্বের সৃষ্টির ইতিহাসের মতই বিস্ময়ের বস্তু। ভাষার ভিন্ন ভিন্ন বিষয়াবলী অধ্যয়ন করে এই রহস্যের উন্মোচনের প্রচেষ্টা করা হয়েছে। ভিন্ন পথে ভাষার ভিন্ন বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিজ্ঞাসম্মত পথে ভাষার ব্যবহার ও প্রকৃতি নিয়ে অধ্যয়ন করা হয়েছে। যারা এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন তাদের ভাষাবিদ (linguists) এবং এই বিজ্ঞানকে ভাষাতত্ত্ব (linguistics) বলে।

ভাষাতত্ত্বকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—

বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্ব (Descriptive linguistics)—

এটি প্রদত্ত সময়ে কোনো গোষ্ঠীর মানুষ কীভাবে কথা বলে সেই বিষয়ে তদন্ত/অনুসন্ধান করে, অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট সময়ে ভাষার বর্ণনা নিয়ে কাজ করে।

ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব (Historical linguistics)—

এটি সময়ের সঙ্গে ভাষার বিকাশ নিয়ে কাজ করে, এটি ভাষার ইতিহাস নিয়ে কাজ করে। এটি মুখ্যত কীভাবে ভাষার পরিবর্তন (শব্দ, অক্ষর প্রভৃতির) হয়, কীভাবে একই ধরনের পরিবর্তন ভাষার মধ্যে উচ্চারণভঙ্গির /আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে বৈচিত্র্য প্রভৃতির জন্য দায়বদ্ধ সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।

মনঃ ভাষাতত্ত্ব (Psycholinguistics) —

এটি হল মনোবিদ্যা ও ভাষাতত্ত্বের মিলিত বিষয়। এটি মুখ্যত যোগাযোগের সময় ব্যক্তির মানসিক প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা প্রদান করে। এক কথায় এটি ব্যক্তির ভাষাগত সাফল্য নিয়ে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা প্রদান করে। মনঃভাষাতত্ত্বের একটি মূখ্য ক্ষেত্র হল শিশুদের ভাষা অর্জন এবং বৌদ্ধিক বিকাশের সঙ্গে সম্পর্ক।

সমাজ ভাষাতত্ত্ব (Sociolinguistics)—

এটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত ভাষার গঠন ও কাজ নিয়ে আলোচনা করে। অর্থাৎ সমাজ সংস্কৃতির অংশ হিসাবে ভাষার অধ্যায়ন। শিশু সামাজিক পরিবেশে মা-বাবার বা অন্যদের সঙ্গে আলাপ/আলোচনার মাধ্যমে ভাষা শেখে। এটা প্রমাণিত যে শিশুর ভাষা শেখার উপর সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের একটি নির্দিষ্ট প্রভাব আছে।

গণনামূলক ভাষাতত্ত্ব (Computational Linguistics)—

এটা মুখ্যত এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় সয়ংক্রিয়ভাবে রূপান্তরের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করে। 'Boot' বলেন যে, উচ্চারণের সাফল্য/সনাক্তকরণ ও ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য কম্পিউটারের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করার মত জটিল কাজের তুলনায় যান্ত্রিক রূপান্তরের গণ্য প্রযুক্তিগত দিক খুবই নগন্য বিষয়।

স্নায়বিক ভাষাতত্ত্ব (Neurolinguistics)—

এটা ভাষা অর্জনের সময় মানুষের মস্তিষ্কের ভিতর কী ঘটনা ঘটে, কথা বলা ও বোঝার জন্য মস্তিষ্কের কোনো অংশ কীভাবে কাজ করে, কথা বলা ও বোঝার জন্য মস্তিষ্কের কী ধরনের গঠন থাকা প্রয়োজন এবং ভাষা শেখার জন্য কী কী প্রয়োজনীয় কার্যকলাপ সংঘটিত হয় তা নিয়ে আলোচনা করে।

মনঃভাষাতত্ত্ব ও সমাজ ভাষাতত্ত্বের কিছু বিষয় (যেমন ভাষার অর্জনের প্রক্রিয়া) বধিরদের শিক্ষকদের কাছে খুবই ব্যবহার উপযোগী এবং শিক্ষক সেই অনুসারে তাঁর শিখন কার্যাবলীর পরিকল্পনা করতে পারেন। যাইহোক, কিছু শিক্ষক অবশ্য এ বিষয়টি কাজ করতে করতে নিজেই উপলব্ধি করতে পারেন।

১.৯ ভাষার গঠন (The structure of Language)

ভাষারও নিজস্ব গঠন আছে। ভাষা এর অন্তর্গত উপাদানসমূহ দ্বারা গঠিত। সাধারণভাবে ভাষার মধ্যে অক্ষর, শব্দ, বাক্যের অবস্থান সহজেই লক্ষ্য করা যায়। এর জন্য বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ভাষাবিদ এই গঠনকে ভাষাতত্ত্ব অনুযায়ী বিশ্লেষণ করে বিভিন্নভাবে দেখার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। ভাষা এমন একটি ব্যবস্থা (system) যার মধ্যে বিভিন্ন উপব্যবস্থা (sub-system) রয়েছে একজন ভাষাবিদ যেভাবে এই উপব্যবস্থা (sub-system) গুলিকে দেখেন তা নিম্নরূপ :

- ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ক ব্যবস্থা (Phonological System)
- শব্দসংস্থা/শব্দগঠন বিষয়ক ব্যবস্থা (Morphological Syatem)
- বাক্যগঠন বিষয়ক ব্যবস্থা (Syntactic System)
- বাক্য-শব্দার্থ বিষয়ক ব্যবস্থা (Semantic System)
- ব্যবহারিক বিষয়ক ব্যবস্থা (Pragmatic System)

১.৯.১ ধ্বনিতত্ত্বগত নিয়ম (Phonological System)

ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology) হল ভাষার একটি অংশ যা অক্ষরের (ধ্বনির) গঠন ধরন নিয়ে আলোচনা করে। ধ্বনি বিজ্ঞান (phonetics) হল মানুষের স্বরযন্ত্রের দ্বারা উৎসারিত ধ্বনি (যা ভাষার প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়) সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত অধ্যয়ন।

এই ধরনের প্রশ্নগুচ্ছের উত্তর দিতে পারে, যেমন ঃ—

- কীভাবে ''স্পিচ সাউন্ড'' উৎপন্ন হয়।
- শরীরের কোন কোন অংশ এই ''স্পিচ সাউন্ড'' উৎপন্ন হতে সাহায্য করে ও তাদের কাজ কি?
- কীভাবে ''স্পিচ সাউন্ডে''র বর্ণনা ও শ্রেণীবিন্যাস করা যায়?
- কীভাবে ধ্বনিবিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান—'কথা'কে ত্রুটিমুক্ত করতে বা উচ্চারণভঙ্গি শেখাতে ব্যবহার করা যায়?

অন্যভাবে, ধ্বনিতত্ত্ব (phonology) হল একটি ভাষাতে ধ্বনির বিন্যাস বিষয়ক নিয়মনীতির আলোচনা। ধ্বনি (phoneme) হল কোন একটি নির্দিষ্ট ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনিসমূহের একক। এটা ভাষার অর্থ পার্থক্যকারী কাজযুক্ত এবং অর্থ সৃষ্টিকারী একক। ধ্বনি হল শব্দ ও অর্থের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী। বিভিন্ন ভাষার ধ্বনি সংখ্যা বিভিন্ন। একজন তার স্বরযন্ত্র ব্যবহার করে অনেক ধ্বনি উচ্চারণ করতে পারে, কিন্তু সবই একই ভাষার নাও হতে পারে। আবার অনেক ধ্বনির ধ্বনিগত (Phonemic status) মর্যাদা নেই, কিন্তু ভাষাতে ব্যবহৃত হয়। ধ্বনি (Phoneme) হল ন্যূনতম শব্দ যা দুটি একই ফোনেটিক গঠনসম্পন্ন দুটি শব্দের মধ্যে অর্থের পার্থক্য ঘটাতে সক্ষম কেবল মাত্র একই স্থান বদলের কারণে। যেমন পাতা, খাতা, এখানে প ও খ হল ফোনিম, পা এর পরিবর্তে খ দুটি অর্থের সৃষ্টিতে সক্ষম, অনেক সময় একটি ধ্বনির ব্যবহারের ফলে অর্থের কোন পরিবর্তন হয় না। সেক্ষেত্রে তাদের একটি শ্রেণিতে রাখা হয়। এদের অ্যালোফোন বলা হয়। ফোনিম হল শব্দের ক্ষুদ্রতম একক।

১.৯.২ শব্দগঠনগত নিয়ম (Morphological System)

ধবনির বা ফোনিমের 'অর্থ পার্থক্য' সৃষ্টি করার ক্ষমতা থাকলেও তাদের নিজেদের কোন অর্থ নেই। তারা নির্দিষ্ট ভাবে পরস্পরযুক্ত হয়ে শব্দ গঠন করে। শব্দ গঠন ব্যবস্থা বা Morphology শব্দের বর্ণনা তাদের গঠন ও ''মারফিস" তথা ভাষার অর্থবহ একক নিয়ে আলোচনা করে। 'মরফিম' হল অর্থের ন্যূনতম একক। অর্থাৎ এর অর্থের পরিবর্তন না করে এর বিভাজন সম্ভব নয়। যেমন বালক, বিড়াল, প্রভৃতি। কিন্তু বালকরা, বিড়ালরা শব্দগুলি থেকে মূল শব্দ থেকে 'রা'-কে আলাদা করা যায়। এটা বহুবচন বোঝাতে ব্যবহার করা হয়।

মুক্ত ও বদ্ধ/যুক্ত মরফিম (Free and bound morpheme) দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। মুক্ত মরফিম যা স্বাধীনভাবে ঘটে এবং বদ্ধ /যুক্ত মরফিম একক ভাবে থাকতে পারে না। কোন মূল গঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকে। যেমন বালক, বালিকা প্রভৃতি হল মুক্ত এবং 'রা' যোগ হয়ে বালকরা, বালিকারা প্রভৃতিতে 'রা' হল যুক্ত মরফিম, এদের 'content words' এবং 'functional markers' ও বলা হয়। 'function words' যেমন conjunction, articles-এদের অর্থ আছে নিজস্ব একক অস্তিত্ব নেই মফোলজিক্যাল মার্কারদের 'Affixes' বলা হয়। এ শব্দের কোথায় অবস্থান করছে তার উপর নির্ভর করে এই 'Affixes'-দের তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এর মধ্যে, prefixes ও suffixes ইংরাজী ছাড়া ভারতীয় ভাষাতেও খুবই ব্যবহৃত হয়। শব্দের অথবা মুক্ত মরফিমের-এর আগে বসা 'affix'দের prefix বলে যেমন পূর্ণ—অপূর্ণ, পরাজিত---অপরাজিত, যে সব affix মুক্ত মরফিম-এর পরে বসে তাদের suffixes বলে যেমন—বালক—বালকরা, বালিকা—বালিকারা—

খেলা খেলেছে, খেলেছিল, খেলাঘর, খেলোয়াড়, খেলোয়াড়গণ প্রভৃতি হল শব্দ। কিন্তু প্রত্যেক শব্দের মূল শব্দ খেলা। সুতরাং মূল শব্দ খেলার সঙ্গে এক বা একাধিক মার্কার যুক্ত হয়েছে। খেলা হল শব্দ এবং মরফিম। অন্যগুলি হল শব্দ যা যুক্ত/বদ্ধ মরফিমযুক্ত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে। সে কারণে বলা যায়

সব শব্দ মরফিম বা একাধিক মরফিমের সমষ্টি কিন্তু সব মরফিম শব্দ না। (all words are either morphemes or combination of morphemes, but not all morphemes are words) উপরের আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে শব্দ গঠনের জন্য মুক্ত মরফিম প্রয়োজন এবং মুক্ত মরফিমের সঙ্গে বদ্ধ মর্ফোলজিক্যাল মার্কার যোগ করে একাধিক শব্দ সৃষ্টি করা যায়।

১.৯.৩ বাক্যগঠনগত নিয়ম (Syntactic System)

Syntax হল বাক্যের মধ্যে শব্দের বিন্যাস অর্থাৎ বাক্যের গঠন। যে-কোনো ভাষার বাক্যে শব্দগুলি ইচ্ছামত বিন্যস্ত থাকে না। একটি সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে বিন্যস্ত থাকে। Syntax বাক্যের অংশগুলি নিয়ে আলোচনা করে এবং কীভাবে এই অংশগুলি পরস্পর সম্পর্কিত তা নিয়ে আলোচনা করে। বালকটি কুকুরটিকে তাড়া করেছিল—বাক্যটি ব্যাকরণ সমৃদ্ধ। কিন্তু যদি বলা হয় বইটা আছে উপর টেবিলে তবে এটা ব্যাকরণ সমৃদ্ধ নয়। বাক্যের গঠন বিশ্লেষণে ভাষাবিদরা শব্দ বিন্যাসক্রম নিয়ে আলোচনা করেন। অর্থাৎ শব্দ সংযোজনের ক্রম নিয়ে আলোচনা করেন। শব্দ ক্রম একটি বাক্যে সাধারণত কর্তা subject ক্রিয়া (verb) কর্ম (objects)। কিছু ভাষাতে শব্দক্রম নির্দিষ্ট যা কোনোভাবেই পরিবর্তন করা যায় না এদের 'Fixed word order' ভাষা বলে যেমন—ইংরাজী ভাষা। কিন্তু ভারতীয় ভাষাতে 'Free word order' রয়েছে। এক্ষেত্রে কর্তা ও কর্মের সঙ্গে যুক্ত (case markers) বিভক্তি, প্রত্যয় ইত্যাদি বাক্যের ব্যাকরণগত ঠিক রাখতে ও অর্থ বুঝতে সাহায্য করে। ভারতীয় ভাষার ক্রিয়াপদ, (কাল) 'tense marker' ছাড়াও (পুরুষ) 'person', (বচন) 'number' ও (লিঙ্গ) (gender marker গ্রহণ করে, সুতরাং বাক্যের মধ্যে noun (বিশেষ্য)-এর অবস্থান যেখানেই হোক না কেবল objective case marker object noun-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাক্যের ব্যাকরণগত মর্যাদা নির্ধারণ করে। যেমন—'রাম বাঘটি মেরেছিল।' —'বাঘটি রাম মেরেছিল' যেভাবেই বলা হোক না কেন অর্থ একই থাকছে।

এই বাক্য গঠন সংক্রান্ত নিয়মাবলীকে 'syntactic rules' বলে। আমরা এই নিয়ম ভাষা অর্জন-প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে অর্জন করে থাকি। একবার এই জ্ঞান করায়ত্ব হলে ব্যাকরণ সমৃদ্ধ ও ব্যাকরণ সমৃদ্ধ নয় এমন বাক্যের মধ্যে পার্থক্য করা ছাড়াও আমরা বহু বাক্য তৈরী করতে এবং বুঝতে পারি।

১.৯.৪ প্রাথমিক বাক্যগঠন সংক্রান্ত নিয়ম (Basic Syntactic System)

বাক্যের মধ্যে শব্দগুলি রৈখিক শব্দ ক্রম অনুযায়ী সজ্জিত থাকে। ইংরাজীতে বাক্য গঠনের পাঁচটি মৌলিক ধরন স্বীকৃত—

Pattern I : Sentence (S) = Noun phrase (NP) + Auxillary (aux)+Intrasitive Verb (Vi)
Some illustrations of this sentence pattern are :

The boys ran

She laughed

Patrern II : Sentence =NP + aux. + Vt + NP

A few illustrations of this pattern are :

The boys played the ball

The Principal distributed the certificates.

It should be noted that while intrasitive verb (Vi) may not take a direct object transitive verbs (Vt) need a direct object to complete the sentence / meaning.

Pattern III : Sentence = NP + be + N

Rama is a Teacher

Pattern IV : Sentence = NP + be + Adj.

Gowri in beautiful

Pattern V : Sentence = NP + be + Adv.

The car is in the garage,

এখানে NP, VP ও PP বলতে Noun phrase, verb phrase ও prepositional phrase. ভারতীয় ভাষায় শব্দ ক্রমে নমনীয়তার কারণে VP, subject ও object noun-এর পরে বসে। একইভাবে উপর নীচে প্রভৃতি preposition object noun এর পরে বসে। এছাড়া বাক্যগঠনের এই একই ধরন ভারতীয় ভাষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। (পেপার-তিন এবং ব্লক-তিন ভাষায় মূল্যায়ন ইউনিট দেখুন)।

১.৯.৫ বাক্যশব্দার্থগত নিয়ম (Semantic System)

Semantics হল অর্থ বিষয়ে আলোচনা। এটি ভাষার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। বক্তার বার্তা শব্দের মাধ্যমে শ্রোতার কাছে পৌঁছায়। শ্রোতা ঐ শব্দ সংকেত থেকে অর্থ উদ্ধার করেন। এটি একটি খুবই জটিল পদ্ধতি। শ্রোতা ভাষা সম্বন্ধে পূর্ব অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান থেকে শব্দ ও তার অর্থ বুঝতে পারেন। তারপর বাক্যের মধ্যে শব্দরাশির স্থান নির্ণয় করে অর্থাৎ কর্তা ক্রিয়া কর্ম সম্পর্ক নির্ণয় করে সবশেষে, সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

অন্য মতে যখনই আমরা কোন শব্দের অর্থ নির্ধারণ করি সাধারণত অন্য জ্ঞাত শব্দের নিরীখে তা করে থাকি। যেমন ইংরাজীতে Counceal-এর অর্থ হল 'Hide,' একইভাবে 'deep'-এর অর্থ হল 'Challow'-এর বিপরীত। এই প্রক্রিয়াকে শব্দ কোষ সম্পর্কিত সম্বন্ধ বা lexical relation বলে। পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত lexical relation গুলি হল—

সমার্থক শব্দ (Synonym)

বিপরীতার্থক শব্দ (ANtonym)

সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক বা সমস্বন শব্দ Homonym

] শব্দ সংক্রান্ত সম্পর্ক (Lexical relations)

সমর্থক শব্দ Synonym দুই বা ততোধিক শব্দ একই অর্থযুক্ত এবং প্রায়শই (কিন্তু সর্বদা নয়) একের পরিবর্তে অন্য শব্দকে ব্যবহার করা যায় তাদের সমার্থক শব্দ বলে। যেমন—broad-Wide, anser-reply। এটা মনে রাখা উচিত সমার্থক শব্দগুলি একের পরিবর্তে অন্যটি ব্যবহৃত হলেও সম্পূর্ণভাবে

একই নয়। যেমন Peter had one answar correct in the test। এখানে answer ও reply-এর অর্থ এক নয়।

বিপরীতার্থক শব্দ (Antonym) — দুটি শব্দ যখন পরস্পরের সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে তখন তাদের Antonyms বলে। বড়-ছোট। নূতন-পুরাতন। উপরে-নীচে। সমবানানযুক্ত বা সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ (Homonyms)-যে সমস্ত শব্দ উচ্চারণগতভাবে। বা বানানগত ভাবে এক কিন্তু ভিন্ন অর্থযুক্ত তাদের Homonyms বলে। যেমন, (Bank of a river ও financial institution pupil-students ও part of eye).

১.৯.৬ প্রাসঙ্গিকতার ভূমিকা (Role of Context)

ভাষাতত্ত্বীয় জ্ঞান এবং শব্দকোষ সম্পর্কিত সম্বন্ধ ছাড়াও অর্থ বিশ্লেষণের জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল প্রাসঙ্গিকতা, এটি ভাষাগত বা বাস্তবিক পরিস্থিতি হতে পারে। সেই কারণে বলা হয় প্রাসঙ্গিক ব্যবহারেরই ভাষার অর্থ প্রকাশ পায়। শিশুর ভাষা অর্জন নির্ভর করে কোন প্রসঙ্গে বা পরিস্থিতিতে কী কথা তাকে বলা হচ্ছে তার উপর এবং শিশুর কথাকে বুঝতে গেলেও মা-বাবাকে তার পরিস্থিতি ও প্রসঙ্গ অনুধাবন করতে হয়। দুটি কারণে এটি করতে হয়। প্রথমটি তার ভাষাগত জ্ঞানের অভাবের জন্য এবং দ্বিতীয়টি তার ব্যবহৃত বাক্যের গঠন সঠিক না হওয়ার কারণে।

১.১০ ভাষার কাজ/ব্যবহার (Functions of Language)

ভাষা হল যোগাযোগের হাতিয়ার /বাহন। এটি বর্ণনামূলক, প্রশ্নবোধক, আদেশ, অনুরোধ প্রভৃতি ভাষাগত গঠনে নানা কাজে ব্যবহার করা হয়। ভাব বিনিময়, সামাজিক কাজে, পরামর্শদানে, নিজের ও অন্যের আচরণ নিয়ন্ত্রণে, ভাষা ব্যবহার করা হয়। অপরের সঙ্গে এবং নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের জন্য ভাষা ব্যবহার করা হয়।

১.১০.১ আত্ম সম্পর্কীয় যোগাযোগজনিত কার্যবলী (Interpersonal communication function)

পারস্পরিক যোগাযোগসাধনে (Inter personal communication) বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে নিম্নলিখিত কাজগুলি সাধিত হয়-মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করতে ও জানতে, বাহিরের তথ্য সরবরাহ করতে এবং জানতে ও শিখতে, অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করতে, কোনো কিছু অন্যের কাছে তুলে ধরতে, নিজের জ্ঞান প্রদর্শনে এবং তার মূল্যায়ন ভাষার ব্যবহার করা হয়। ব্যক্তিগতস্তরে কোনো কিছু জানতে, শিখতে, সঞ্চয় করতে, মূল্যায়ন ও ব্যাখ্যা করতে ভাষা ব্যবহার করা হয়।

১.১১ সারসংক্ষেপ (Summary)

ভাষা হল মানুষের সর্বোচ্চ বৌধিক ক্রিয়াগুলির অন্যতম এবং ভাষা হল মানুষের খুবই সুসংগঠিত